দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 28 SEP 2016
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

■ 'বিশ্ববিদ্যালয়' নাম দিয়ে কলেজের প্রতারণা

কঠোর ব্যবস্থা জরুরি

শিক্ষায় প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। শিক্ষায় নারী-পুরুষের সমতা অর্জনে বাংলাদেশ ছুঁয়েছে নতুন মাইলফলক। শিক্ষার এ অগ্রগতি বিশ্বসভায় দেশকে সম্মানের আসনে বসিয়েছে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, 'প্রদীপের নিচে অন্ধকার'– এ রকম বাক্য হতাশ করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়টি কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না। 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' নাম ব্যবহার বন্ধ করছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারি-বেসরকারি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজগুলো। শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় ভেবে ভর্তি হলেও পাস করার পর যথারীতি কলেজ হিসেবেই পাচ্ছেন সনদ। রাজধানীসহ দেশের বিভাগীয় শহরগুলোয় প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি কলেজগুলো বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ লিখছে বেশি। শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রতারণার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে কয়েকদিন আস্ফালন করলেও এতে তাদের আগ্রহের ঘাটতি দেখা যায়। ফলে বিষয়টি আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। যা শিক্ষা খাতের জন্য অশনিসংকেত।

> এ খাতের ক্রমঅগ্রযাত্রা ও উন্নয়নে যারা বাধাগ্রস্ত এবং বিপন্ন করতে চায়, তাদের প্রচলিত আইনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলেই শিক্ষাঙ্গন এমন প্রতারণা থেকে মুক্তি পাবে

আমাদের সময়ে সংবাদ প্রকাশ, রাজধানীর সার্কিট হাউস রোডে হাবিবুল্লাহ বাহার 'বিশ্ববিদ্যালয়' কলেজ। অনার্স-মাস্টার্স পর্যন্ত পড়ালেখা হয় এখানে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমাত্র নেই। এতে কী– সাইনবোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, এমনকি পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেদার ব্যবহার করছে হাবিবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। এ ছাড়া 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ'-এর নাম ব্যবহার করে প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছে অনেক কলেজ। মূলত শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে সরকারি আদেশ অমান্য করেই প্রতিষ্ঠানগুলো সাইনবোর্ডসহ নিজস্ব কাগজপত্রে ব্যবহার করছে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' শব্দ। অনার্স ও মাস্টার্স পড়ানো হয় রাজধানীর এমন কলেজগুলোর সরকারি কাগজপত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ না লেখা হলেও কলেজের গেট, ছাত্রাবাসগুলো বা শিক্ষার্থীদের পরিবহনে 'বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ' লেখা থাকে। এতে অনেক শিক্ষার্থী প্রতারিত হচ্ছেন। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার আইন প্রয়োগের হুঁশিয়ারি দিয়ে কলেজের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শব্দটি ব্যবহার না করার নির্দেশ জারি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আগেই এমন আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু কোনো ফল পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন হচ্ছে, বেসরকারি কলেজগুলোয় নামের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে শিক্ষাবাণিজ্য নির্বিঘ্নে চলবে, নাকি বন্ধ হবে? মূলত প্রতারকদের শাস্তি না হওয়ায় ধীরে ধীরে অপরাধের পরিধি বাড়ছে। কতিপয় অসৎ মানুষের দুষ্কর্মের দায়ভার কেন নেবে গোটা জাতি?

শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতা সরকারের সাফল্যকে যেখানে উচ্চমাত্রায় পৌঁছে দিচ্ছে– সেখানে এ ধরনের প্রতারণা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা মেনে নেওয়া যায় না। পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবার আইন প্রয়োগের যে হুঁশিয়ারি দিয়েছে, তা বাস্তবায়ন জরুরি। এ খাতের ক্রমঅগ্রযাত্রা ও উন্নয়নে যারা বাধাগ্রস্ত এবং বিপন্ন করতে চায়, তাদের প্রচলিত আইনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলেই শিক্ষাঙ্গন এমন প্রতারণা থেকে মুক্তি পাবে।